

পার্বতীপুরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে লেখাপড়া বিরল

পার্বতীপুর (দিনাজপুর), ৬ই আগষ্ট (নিজস্ব সংবাদদাতা)।-- শ্রেণীকক্ষের অভাব, আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণের সংকট এবং প্রয়োজনীয় অর্থায়নের সহ নানা সমস্যা ও অব্যবস্থার দরুন পার্বতীপুর উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা ব্যাহত হচ্ছে।

১৯৩৬ সালে স্থাপিত হাটহাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যানুপাতে পর্যাপ্ত শ্রেণীকক্ষ না থাকায় নিয়মিত ক্লাস চালানো দুরূহ হয়ে পড়েছে। স্থানীয়ভাবে দরুন স্বল্প পরিসর কক্ষগুলোতে ভীষণ অসুবিধার মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস করতে হয়। পুথক অফিস ঘর নেই। মেয়েদের জন্য আলাদা বিশ্রামাগার নেই, ছাত্রাবাস ও বিজ্ঞান ভবন নেই। আসবাবপত্রের সংখ্যাও একে-বাবেই কম। বেক সংকট প্রকট আকার ধারণ করেছে। ভবানীপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে একই সমস্যা বিদ্যমান।

হামিদপুর ইউনিয়নের হাজী সামাউল্লাহ উচ্চ বিদ্যালয়ের অত্যন্ত করুণ অবস্থা। প্রায় ২২ বছর পূর্বে অপরিষ্কৃতভাবে তৈরী বিদ্যালয় ভবন জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। সংস্কারের অভাবে প্লাস্টার খসে পড়েছে। দেয়ালের বিভিন্ন স্থানে ফাটল দেখা দিয়েছে। এমনকি ছাদ ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হওয়ার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস করতে হচ্ছে। শ্রেণীকক্ষের অভাব এতই প্রকট যে, পার্শ্ববর্তী মাদ্রাসা ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কক্ষগুলোতে ক্লাস চালানো হচ্ছে। বেকের অভাবে অনেক সময় ছাত্র-ছাত্রীদের দাড়িয়ে ক্লাস করতে হয়। আসবাবপত্রের

মধ্যে কয়েকটি হাতলবিহীন নড়বড়ে চেয়ার, ভাঙাচোরা টেবিল ছাড়া কিছুই নেই। ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের কমনরুম নেই। আলমিরি না থাকায় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংরক্ষণে দারুণ অসুবিধা। মাঝে মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র বগলদাবা করে বাড়ী নিয়ে যেতে হয়। ল্যাবরেটরীতে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নেই। অর্থ-ভাবের দরুন শিক্ষকদের নিয়মিত বেতন দেয়া, উন্নয়নমূলক কাজে হাত দেয়া সম্ভব হচ্ছে না বলে কত পক্ষ আনিয়েছেন।

সহপুর কো-অপারেটিভ উচ্চ বিদ্যালয়গৃহের অধিকাংশ জানালা দরুজা নেই। প্রায় চার বছর থেকে বিজ্ঞান ভবন অসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে। কক্ষের অভাবে একই ঘরে প্রধান শিক্ষক সহকারী শিক্ষকবন্দ ও অফিসের কাজকর্ম চালানো হয়। খেলাধুলার সরঞ্জাম নেই। অধিক সংকট তীব্র।

রামপুর ইউনিয়নের জমিদার হাট উচ্চ বিদ্যালয়ে মাত্র ৩টি শ্রেণী কক্ষে সবগুলো ক্লাস চালানো দুরূহ হয়ে পড়েছে। চেয়ার বেকের অভাব প্রকট। এছাড়া বেলাইচড়ি, দলাইকোঠা, রাজাবাসর, আমবাড়ী ও দুর্গাপুর উচ্চ বিদ্যালয় গুলোতেও একই সমস্যা বিরাজ করছে।